Keywords:
Tadabbur
Environment
Preservation
Responsibility

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

8 November 2024 / 6 Jamadil Awal 1446H

পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে কোরানের বানী

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَأَمَرَنَا بِالتَّقْوَى وَالخُلُقِ الكَرِيمِ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত উপস্থিত সুধী,

আসুন, আমরা যথার্থ ভক্তির সঙ্গে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নির্দেশাবলী মেনে চলে এবং তাঁর দেয়া নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেকে দূরে রেখে তাঁর প্রতি আমাদের তাকওয়া আরো মজবুত করি। আমরা সকলে যেন এই জীবনে ও পরকালে সফলতা অর্জন করতে পারি। আমীন।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

গত সপ্তাহের খুতবাতে আমরা কোরানের তাদাব্বুর বা এর গভীর তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আর আজকে আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাবো কোরানের বানীগুলি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে যেগুলিতে বিশ্বব্রহ্মান্ড রক্ষায় স্টুয়ার্ড বা কার্যাধিপতি হিসাবে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে বলা আছে।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত উপস্থিত সুধী,

কখনও কি ভেবে দেখেছেন যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যিনি আজ্জা ওয়া জাল্লা নামে পরিচিত তাঁর সৃষ্ট এই পরিবেশ তথা পৃথিবী গ্রহটিকে রক্ষা করা বা ধ্বংস করার ব্যাপারে আমাদেরকে একটি পছন্দরবেছে নিতে সুযোগ দেয়া হয়েছে? কোরানের সুরা বাকারার ৩০ নম্বর আয়াতে এ সম্পর্কে যা বলা আছে, তার ওপরে আলোকপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে সেখানে বলাআছে,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ
فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

অর্থঃ ***আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেনঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না।*** *[সূরা বাকারাহ: ৩০]*

তখন ফেরেশতাগণ অনুমান করলেন যে, মানুষের মধ্যে এমন কেউ থাকবে যারা পৃথিবী ধ্বংস করতে সাহায্য করবে। কিন্তু মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের ওপর এই পৃথিবী এবং বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের যত্ন নেয়ার ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করেছেন।

আসলেই আমরা সকলে এই পৃথিবীর খলিফা বা জিম্মাদার। আর তাই, পরিবেশের যত্ন নেয়ার ব্যাপারটিকে আমাদের ধর্ম বিশ্বাস পালনের মত একটি দায়িত্ব হিসাবে দেখতে হবে। কিন্তু আমরা এ কথা বিশ্বাস করার সপক্ষে প্রমাণ পাবো কোথায়? এখানে পবিত্র কোরানের একটি আয়াতে তাদাব্বুর সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া আছে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সুরা আল আনামের ১০২ নম্বর আয়াতে বলেছেন,

ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ فَٱعۡبُدُوهُۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ ١٠٢

অর্থঃ "তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) নাই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইনাদত কর। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর তত্বাবধায়ক"।

এই আয়াতটি আমাদেরকে সঠিক ধর্মমত সম্পর্কে ইংগিত দেয় আর তা হলো, সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ইবাদত করা। আর ইবাদত করা বলতে জায়নামাজে বসে কয়েক রাকাত নামাজ পরা বা কিছুটা দান করা ইত্যাদি সামান্য কাজ মাত্র বোঝায় না। । বরং এই আয়াতে বলা আছে আমাদের ইবাদত বা অধীনতা সমগ্র বিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা হিসাবে তাঁর সকল সৃষ্টিকে স্বীকার করে নেয়া।

সৃষ্টিকর্তার এই পৃথিবীকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার যে সক্ষমতা আমাদেরকে দেয়া হয়েছে একজন খলিফা বা কার্যাধিপতি হয়ে সেই দায়িত্ব পালন করতে পারা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ থেকেআস্থাশীল হওয়ার একটি লক্ষণ। তবে, এই আস্থা আবার অন্যদিকে আমরা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে কতটা সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে পারছি তার একটা পরীক্ষাও বটে!

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মানুষকে কেবল এই পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব প্রদানই করেন নাই, তাদের ওপর তিনি আস্থা রেখেছেন যে, তারা তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীর কোন ক্ষতি সাধন করবে না। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র আমাদের চারপাশ থেকে সবকিছু নিজেদের স্বার্থের জন্য নিতে নয়। আমরা এই পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিকল্পে আস্থাভাজন হয়েছি এগুলোর মধ্যে আছে পানি, মাটি, গাছপালা ও জীবজন্তু যা সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট সেগুলিকে রক্ষা করার কাজ আমাদের করতে হবে।।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

এই পৃথিবীটি সৃষ্টিকর্তার কেবলমাত্র একটি কাঠামোগতভাবে সৃষ্ট কিছু নয়, এটা এমন একটি জিনিস যা কিনা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার মহান এবং সীমাহীন প্রজ্ঞা সম্পর্কে আমাদেরকে ভাবতে দেয় এবং তার সাক্ষী করে রাখে। আমরা যখন এই সৌন্দর্য ও ত্রুটিহীণ সৃষ্টি দেখি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা মহান সুবহানাহু তা'আলার মহত্ব ও অসীম প্রজ্ঞার কথা জানতে পারি তখন আমাদের বলা উচিত "সুবহানাল্লাহ!

বিপরীতভাবে, আমরা যখন ষড়যন্ত্র করি ও পরিবেশের ধ্বংস ডেকে আনি তখন আমরা কার্যতঃ মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার মহত্বের নিদর্শনসমূহ ধ্বংস করে ফেলি। এটা আর কিছুই না তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার অফুরন্ত রহমতের প্রতি আমাদের লোভ এবং অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন মাত্র। তাই, ইসলাম প্রত্যাশা কচরে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'লার এই মহত্বের প্রতি আমাদের সম্মান, দায়িত্বশীলতা দেখানো এবং সেগুলির তারিফ করা।

Additionally, the Quran repeatedly reminds mankind to avoid corruption or harm (*fasad*) on earth. In Surah Al-A'raf, verse 56, Allah says:

উপরন্তু, পবিত্র কোরানে বারবার দুর্নীতি বা হারাম (ফ্যাসাদ) না করার কথা মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে। সুরা আল আরাফের ৫৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا

অর্থঃ পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

এই পৃথিবীতে খলিফা বা অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে প্রতিফলিত হতে হবে। পরিবেশের প্রতি দায়িত্ববোধ প্রতিটি মানুষের থাকতে হবে। ইসলামে আধুনিকতা

এবং সকল বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রতি অপরিহার্য নীতিমালার রূপরেখা দেয়া আছে। এই নীতিমালা থেকে আমরা শিখতে পেরেছি যে, পরিবেশের প্রতি আমরা যে দায়িত্বগুলি পালন করব, সেগুলি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কর্তৃক মূল্যায়ন করা হবে।

আমাদের ওপর যে আস্থা অর্জন করা হয়েছে, সেগুলি পরিপূর্ণ করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করতে হবে,

প্রথমতঃ মনে রাখা জরুরী যে আমরা কেবল মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সকল সৃষ্টি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমরা কেবল অভিভাবক আমরা কেউ সেগুলির মালিক নই। পৃথিবীতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেগুলির সবগুলিকেই আমাদের সম্মান করা , মূল্য দেয়া এবং ্রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত। হ্যা, আমাদের যা প্রয়োজন তা নেয়ার অধিকার আমাদের আছে কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য প্রাণীদের অধিকারগুলি রক্ষণাবেক্ষনের ব্যাপারটিও আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। এর মধ্যে আমাদের চারপাশকে সুন্দর করে রাখা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য পৃথিবীতে টেকসই উন্নতি সাধন করে চলে।

দ্বিতীয়তঃ পরিবেশ ব্যাপার নিয়ে, পরিবেশ দূষন নিয়ে চলমান সকল তথ্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা। এগুলির মধ্যে, পরিবেশ পরিবর্তন , পরিবেশ দূষণ, এবং প্রাকৃতিক উপাদানের ক্রমশঃ নিঃশেষকরণ প্রক্রিয়া আছে। এই পৃথিবীতে সঠিকভাবে সঠিক কাজটি করার জন্য প্রয়োজন হলো জ্ঞান অর্জন করা। এখন চিন্তা করে দেখুন আমাদের কর্মকান্ড কিভাবে পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে আর আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতি কিভাবে আমাদের পরিবেশের তাপমাত্রা, এমনকি সম্পূর্ণ পরিবেশকে কিভাবে বদলে দিচ্ছে!……।।

এমন বিশ্ব উষনায়ন যদি চলতেই থাকে, দেখা যাবে, এটা আমাদের ইবাদত পালনেও ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এই গরম এবং স্বাস্থ্যগত কারণে একসময় হজ বা উমরাহ করা কঠিন হয়ে যাবে। আর পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে কোরবানী জবাই দেয়ার জন্য পশু পাওয়াও ক্রমশঃ কঠিন হয়ে যাবে।

সবশেষে, আসুন আমরা নবী মুহাম্মদ (স:) এর উপদেশ ও তিনি আমাদেরকে যা স্মরণ করিয়েছিলেন তার প্রতি মনোযোগী হই। তিনি একটি হাদিসে বলেছেন, "বস্তুত: এই পৃথিবী সুন্দর এবং সবুজ, এবং আল্লাহ তোমাদেরকে তার রক্ষাকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তুমি কেমন আচরণ কর তিনি তা মূল্যায়ন করেন।" (মুসলিম বর্ণিত হাদিস)

আমরা যেন এমন একটি সমাজ তৈরি করি যা শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক বজায়ই রাখেনা, উপরন্তু আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি যত্নশীল হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তায়া'লা যেন সেই শক্তি ও প্রজ্ঞা দেন যা দিয়ে আমরা আমাদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ দিয়ে সেই আস্থাকে পূরণ করতে পারি

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ